করোনায় ২৪ ঘণ্টায় দেশে মৃত্যু ৩৭, আক্রান্ত ৩১৮৭

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে সর্বমোট এক হাজার ৪৯ জন মারা গেলেন।

বৃহস্পতিবার বিকালে অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতর এমন তথ্য দিয়েছে।

অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, গত একদিনে দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তিন হাজার ১৮৭ জন।

গাংনীতে নবাগত ইউএনও’র সাথে ইউপি চেয়ারম্যানদের শুভেচ্ছা বিনিময়

গাংনী উপজেলার নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ এর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা।

বৃহস্পতিবার সকাল দশটার সময় উপজেলা নিবার্হী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে ৯টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বৃন্দ উপস্থিত হয়ে নবাগতাকে শুভেচ্ছা জানান। চেয়ারম্যান দের শুভেচ্ছা গ্রহণের পর সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় গাংনী উপজেলা কে একটি মডেল উপজেলা হিসেবে উপহার দেওয়ার জন্য চেয়ারম্যানদের সহযোগিতা, কর্মদক্ষতা কাজে লাগিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

সেই সাথে গাংনীর চলমান উন্নয়নকে আরো গতিশীল করতে তিনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে ইউপি চেয়ারম্যানদের ভূমিকা অপরিসীম বলে মন্তব্য করেন। এসময় কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা ও চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ বক্তব্য রাখেন।

মেহেরপুরে কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে আরআরএফ সংস্থার শিক্ষা বৃত্তি প্রদান

মেহেরপুরে রুরাল রিকন্সট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আর.আর.এফ) সংস্থার উদ্যোগে উপকারভোগীদের মধ্যে এসএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত দু্ই শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ বৃত্তি প্রদান করা হয়। সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: মাসুদুল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বৃত্তি প্রদান করেন। বৃত্তি প্রাপ্তরা হলো- সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের হাফিজুল ইসলামের ছেলে শাহাদ আলী এবং আজাদ আলীর মেয়ে ফারজিনা খাতুন। দুজনকে ১২ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়।
আর আর এফ এর চেয়ারম্যান মীর রওশন আলী মনার সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার মেহেরপুর জোনের সহকারি পরিচালক গৌতম কুমার দাস, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক সালেহ আহমেদ, জোনাল এআইএস নাসির উদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার রিপন মিয়া। সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় উপকার ভোগী পরিবারের কৃতি সন্তানদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর এ ধরণের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করে।

গাংনীর চাল কান্ডে সরকার ও দলের মান ক্ষুন্ন হয়েছে-এম.এ

খালেক

গাংনীর চাল চুয়াডাঙ্গা জব্দ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নাম সংবলিত কাবিখা প্রকল্পের ১২৬৬ বস্তা চাল জব্দ এতেই সরকার ও দলের ভাবমূর্তি চরমভাবে নষ্ট হয়েছে। চাল বিক্রি বৈধ হোক আর অবৈধ হোক সেটি পরের বিষয়।

চাল নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে যে প্রকার চালাচালি শুরু হয়েছে তাতে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার আওয়ামী লীগকে চরম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে । এতে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

বুধবার সকাল সাড়ে দশটার সময় উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় কালে এমন কথা বলেছেন। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বর্তমান করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকার প্রশাসন, সহ বিভিন্ন মহল যখন কঠিন সময় পার করছেন তখন সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য একটি মহল উঠে পড়ে লেগেছে।

তেমনি গাংনি উপজেলা কতিপয় সরকারি দপ্তরের অসাধু কর্মচারীদের যোগসাজশে সরকারের সম্পদ লুট করার মহোৎসবে মেতে উঠেছে। সেই মহলটি গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস ও খাদ্য অফিস কে সাথে নিয়ে এ সকল কাজ শুরু করেছে। তিনি আরো বলেন,১২৬৬ বস্তা চাউল খাদ্য অধিদপ্তরের বস্তা সংবলিত গাংনী উপজেলার চাউল চুয়াডাঙ্গায় জব্দ হওয়ার ঘটনায় পৃথক পৃথক যে তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে তাতেও জনগণের চোখে ধুলোখেলা হয়েছে।

এম এ খালেক তদন্ত টিমের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বলেন, একটি শক্ত মহলের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে এসে প্রকাশ্যে উপজেলা পরিষদের সামনে টেবিল পেতে পিআইসি দেরকে যেভাবে জিজ্ঞেস করেছেন তারা মুখ খুলতে সাহস পায়নি। তাছাড়া পিআইসি দের মাধ্যমে উত্তোলনকৃত চাউলের বিষয় কিছুই জানেন না বলে গণমাধ্যমকর্মীদের কে জানিয়েছিলেন। তদন্তের নামে টালবাহানা করা হয়েছে বলেও তিনি এসময় মন্তব্য করেন। নিজ এলাকার থেকে চাউল নিয়ে চুয়াডাঙ্গা বিক্রির ঘটনায় তিনি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। সেই সাথে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে বিষয়টি জনগণের কাছে পরিষ্কার করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তাদের প্রতি বিশেষ

অনুরোধ জানান।

সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, জেলা পরিষদের সদস্য মজিরুল ইসলাম,মহিলা সদস্য শাহানা ইসলাম শান্তনা, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন, সাবেক গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিতি নেতৃবৃন্দ এসময় পৃথক পৃথক মন্তব্য করেন।

তবে গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস সূত্রে সরকারি এক পরিপত্রের সূত্র ধরে বলেন, সরকারি কাবিখা প্রকল্পের বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের ৫০ থেকে ৬০ পার্সেন্ট এমনকি ৭০ পার্সেন্ট বিক্রি করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস।

গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ২ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে ২ ব্যবসায়ীকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বুধবার বিকেলে গাংনী বাজারে নির্ধারিত সময়ের পর দোকান খোলা রাখা রাখার দায়ে আলিফ জুয়েলার্সের সত্ত্বাধিকারী সালাউদ্দিনকে ৫ শত এবং সোবান হোটেলের স্বত্বাধিকারী আব্দুস সোবহানকে ৫ শ’টাকা করে মোট ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করেন গাংনী থানা পুলিশের এএসআই নারদসহ সঙ্গীয় ফোর্স।

এ সময় গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি মাহবুবুর রহমান স্বপন উপস্থিত ছিলেন।

জীবন বাঁচাতে যারা রক্তের যোগান দেন

মানুষকে ভালোবেসে যতগুলো ভাল কাজ করা যায়, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্বেচ্ছায় রক্তদান। দিন দিন স্বেচ্ছায় রক্তদাতার সংখ্যা বাড়ছে। এই সব রক্তদাতাদের নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি প্লাটফর্ম তৈরি করছেন মেহেরপুরের জুয়েল রানা, জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশি, বিজনসহ কয়েকজন।

মেহেরপুরের তরুণ-তরুণীদের নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে গড়ে তোলা হয়েছে Blood donation group in meherpur নামের একটি গ্রুপ। প্রায় ১ হাজার সদস্য নিয়ে রক্তদান করে আসছে এই গ্রুপটি। ইতিমধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে এদের কর্মকাণ্ড।

গ্রুপটি পরিচালনা করার জন্য অন্যদের মধ্যে আছে, জাহিদ ইসলাম দোলন, রাকিব ইসলাম, মিলন, লালন, রাজন, তানিম মোহাম্মদ তুহিন, হাসিবুল, বাপ্পি ও মোডারেটর হিসেবে আছে, অনিক ইসলাম, আসিফ ইসলাম, বাপ্পি, স্বাধীন।

নীরব-নিভৃতে আর্তমানবতার সেবায় মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে নিরলস কাজ করে চলেছে গ্রুপটি শরীরের রক্ত দিয়ে তারা অন্যের জীবন বাঁচাতে জাগরিত প্রাণ। সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন অভিনব এই ব্লাড ব্যাংক। অন্যের রক্ত যোগাড় করে দেওয়ায় যাদের কাজ। রক্ত কোন ব্যাগে ভরে রাখা হয় না, থাকে ডোনারের শরীরে। আর ডোনারের নাম, ঠিকানা, রক্তের গ্রুপ ও ফোন নম্বর লেখা থাকে রেজিষ্ট্রারে। প্রায়োজনেই স্থানীয় হাসপাতাল, ক্লিনিক গিয়ে বিনামূল্যে রক্ত দান করেন ডোনাররা।

গ্রুপের এ্যাডমিন জুয়েল রানা বলেন, আমাদের চারি পাশে বিভিন্ন সময় দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। হটাৎ করে যদি কারও রক্তের প্রয়োজন হয় তাহলে সে সময় যদি রক্ত না পাওয়া যায় তাহলে সে মৃত্যুবরণ করতে পারে।বা কোন গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে রক্ত বেশি প্রয়োজন হয়। এসময় রক্ত পাওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে। এসব কথা মাথা রেখে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে রক্তদাতাদের নিয়ে একটি ফেসবুক গ্রুপ খোলার সিদ্ধান্ত নিই।

যেখানে রক্তদাতাদের আমরা একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসবো। যাতে করে যেকোন সময় কোন রোগীর জন্য আমরা রক্ত জোগাড় করে দিতে পারি।

গ্রুপে পোস্ট দেওয়ার পর রক্ত না পাওয়া গেলে, তারা ডোনার লিস্ট থেকে ডোনারদের ফোন দিয়ে রক্তদানের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। এইসব রক্তদানে রক্তদাতা ও রক্তগ্রহিতা উভয়েই আমাদের অপরিচিত। রোগীর রক্ত যোগাড়ের ক্ষেত্রে আমাদের কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন নেই।

আমাদের এখানে কেউ ছাত্র, কেউ চাকুরীজীবী, কেউবা বেকার, সবাই নিজের সময়, অর্থ ও শ্রম দিয়ে শুধু মাত্র আত্মতৃপ্তি আর মানবতার জন্য এই কাজ গুলো করে থাকি।

গ্রুপে মূল্য উদ্দেশ্য জানতে চাইলে তিনি জানান, মুলত রক্তের প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের সাথে স্বেচ্ছায় রক্তদানকারীদের একটি সরাসরি সেতুবন্ধন করে দেয়াই এর কাজ! রক্তের জরুরি প্রয়োজনে কাউকে যেন দিশেহারা হয়ে এদিক সেদিক ছোঁটাছোটি করতে না হয়। অসহায় গরীব মানুষগুলোকে যেন উচ্চমূল্য দিয়ে রক্ত কিনতে না হয়, সেই ব্যবস্থাই করে দেওয়া।

মেপ্র/এমএফআর

আবেগ দিয়ে নয়, বিবেক দিয়ে দেখুন

“ আপনি বিদেশে থাকেন, লেখক, নিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক পরিচয় দেন। আপনার ফেসবুক ওয়ালে দেখি শুধু আওয়ামী সরকার বিরোধিতা, একটিও উন্নয়ন বা সাফল্যের লেখা নেই।

লিখেছেন সরকার উন্নয়ন নিয়ে কটাক্ষ করে, কোথায় চাল চুরি হয়েছে, অতি সুক্ষ অনিয়মগুলোও আপনার বাইনোকুলারে ধরা পড়ে যায়। কই ছিলেন আপনি ২০১০ সালের আগে। তখন কি আপনার বিবেকবোধ মনে হয় মায়ের গর্ভে ছিল। যেই না আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলো, সাথে সাথে আপনার

বিবেকবোধ প্রসব করিলো। যা মনে আসে, যা মনে আসে তাই বলে ফেলেন। আবার বলেন বাক স্বাধীনতার কথা।

গ্রামে যান, জিজ্ঞাসা করুন। গ্রামের প্রায় বাড়ীতে মোটরসাইকেল, টিভি ফ্রিজ। মংগা নেই, সার সংকট নেই, সেচ সংকট নেই, প্রতিটি বাড়ীতে বিদ্যুৎ, গ্রামের মানুষ দরজা খুলে ঘুমায়, চোর ডাকাতের উৎপাতের চিন্তায় পাহারা দেয়া লাগে না।

কয়েক বছর আগেও নাইট কোচে ঢাকায় আসতাম। গাবতলি পৌছালে ভোর ৩ টা থেকে গাবতলিতে বসে থাকতে হতো সকাল না হওয়া পর্যন্ত। এখন যখন গাড়ী থেকে নামি তখন বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিই। গাবতলির ৮ নং গাড়ি ছিল পকেটমার আর মলম পার্টির নিয়ন্ত্রনে। এখন কি তা কমে যায় নি?
আগারগাও- মিরপুর তালতলায় রাত ৮ মানে হরহামেশা ছিনতাই। সন্ধ্যার পর মহিলাদের জন্য ছিল একপ্রকার কারফিউ। এখন শুধু ঢাকা না, গ্রামের মানুষরাও গভীর রাত পর্যন্ত চলাফেরা করে। চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়।

মতিঝিলে গুলি বোমা মেরে টাকা ছিনতাই হতো না, এমন কোন দিন কি ছিল? এখন কয়দিন এমন ঘটনা শুনতে পান? টিআইবি বলছে, দুর্নীতিতে আগে ছিলাম ১ এখন ১৫,১৭। মানে দুর্নীতিও কমেছে। সূচক পয়েন্ট অনেক ভাল। আপনারা বলছেন, টাকা লুট হয়ে গেছে আওয়ামী লীগ আমলে। বিএনপির সময় তো হয় নি,

আমার প্রশ্নঃ
তাহলে বিএনপির আমলে কেন নিজ টাকায় পদ্মা সেতু হয় নি, হাতিরঝিল হয় নি, এতোগুলো ফ্লাইওভার হয় নি, বিদ্যুতকেন্দ্র হয় নি, পারমানবিক প্রকল্প হয় নি, মেট্রোরেল হয় নি, নিজস্ব স্যাটেলাইট হয় নি, ১০০ অর্থনৈতিক জোন হয় নি, দুটি নয় একটিও সমুদ্রবন্দর হয় নি, এলএনজি গ্যাস আসে নি? রেল ব্যবস্থায় হাত দেয় নি? সব লুট হলে প্রবৃদ্ধি বাড়ে কিভাবে। দেশের রিজার্ভ এখন কতো জানেন কি?

বলেন কি!
এসব নাকি কালের বিবর্তনে।আমার প্রশ্ন, ২০০১ থেকে ২০১০ পর্যন্ত কালের বিবর্তনে কোন উন্নয়ন আপনার চোখে পড়েছে। ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ যে পরিমান বিদ্যুৎ রেখে গিয়েছিলো, কালের বিবর্তনে তা কমে গেছিলো। দেশ অন্ধকারে ছিল, হারিকেন জ্বালাতেন।

মেগা প্রকল্প বলতে বিএনপির একটা প্রকল্পের নাম কি বলা যাবে?

গড় আয় ১০ বছরে ১০০০ মার্কিন ডলার বেড়ে দাড়িয়েছে ২০০০ মার্কিন ডলার হিসাব আছে? টেন্ডারবাজী রোধে ই-টেন্ডার চালু হয়েছে। আগের টেন্ডারবাজীর চিত্রগুলো কি আবার মনে করিয়ে দিতে হবে? বলবো না এই দেশ রাতারাতি ইউরোপ আমেরিকা হয়ে গেছে, তবুও সরকারী দলের এমপি মন্ত্রী হয়েও জেলে যাওয়ার নজীর সৃস্টি হয়েছে। বুঝতে হবে আমেরিকায় থাকেন, এই দেশের আমরা কিন্তু আমেরিকানদের মতো না। ১০ বছরে দেশ ইউরোপ আমেরিকা বানানো সম্ভব না।

The Rome was not build over night. আমেরিকায় আছেন, ওখান ত্রান পাঠালে ত্রান চূরি হবে কি হবে না তা আর বুঝতে বাকি নাই। প্রকাশ্যে দিনের বেলায় লুটপাট হতে দেখেছি। যা আমার দেশেও হয় না।

সমুদ্রসীমানা আদায়ে, ছিটমহল সমস্যা সমাধানে বিএনপি কি করেছিল? আওয়ামী লীগ করেছে। তথ্য-প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে গেছে দেশ। এক্ষেত্রেও বিশ্বের কাছে রোল মডেল। হাই ওয়েগুলোর দিকে তাকান, পরিবর্তন চোখে পড়ে না? বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটটি ছুতে পারি, স্বচক্ষেও দেখতে পারি নি। স্বচক্ষে দেখেছি এটার স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ হাসিনাকে। দেশ যা কল্পনাও করতে পারি নি, হাতিরঝিল প্রকল্প, মেট্রো রেল, পদ্মা সেতু, কর্নফুলী ট্যানেল, বিদ্যুৎ বিপ্লব, পারমাণবিক প্রকল্প, আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর, ই-টেন্ডার প্রক্রিয়া, এলএনজি গ্যাস, আর দুটি সমুদ্র বন্দর, ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল। কল্পনা করেছিলেন শেখ হাসিনা, বাস্তবায়নও করে দেখিয়েছেন।

কেউ কি আমাকে দেখাতে পারবেন, শেখ হাসিনার মতো আর একজন স্বপ্নবাজ ভিশনারী নেতা যা মাথায় এমন একটি মেগা প্রকল্পের চিন্তা এসেছে বা আসতে পারে? সরকারের ক্রটি নেই তা বলা যাবে না তবে অর্জন যা হয়েছে তা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। অন্য দল যা পারে নি তাই পেরেছে আওয়ামী লীগ। বুঝলাম আওয়ামী লীগ খারাপ, বিকল্পের নাম বলুন। সমাধানের কথা বলুন। দোষ ক্রটি, ভাল মন্দ সব নিয়ে লিখুন, তাহলে বলবো আপনি নিরপেক্ষ, না হলে আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে আপনিও কোন দলের দলকানা।

লেখক: সদস্য,প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

মেহেরপুরে ডিজিটাল প্রাইমারি ইডুকেশন ইউটিউব চ্যানেলের উদ্বোধন

মেহেরপুরে ডিজিটাল প্রাইমারি ইডুকেশন (DIGITAL PRIMARY EDUCATION, MEHERPUR) নামের ইউটিউব চ্যানেল এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আকরাক আল-হোসেন, জেলা প্রশাসক আতাউল গনি, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফজলে রহমান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আপিল উদ্দিন প্রমুখ।

মেপ্র/এনএফআর

কুষ্টিয়ায় বাড়ছেই চালের দাম

কুষ্টিয়ায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে সকল ধরনের চালের দাম। এক বছরের ব্যবধানে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরে সব ধরনের চালের দাম কেজি প্রতি সর্বনিম্ন ৮ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। ঈদুল ফিতরের আগে দাম কিছুটা কমলেও ঈদের পর থেকে কয়েক দফায় বেড়েছে চালের দাম। দাম বাড়ার এ প্রবণতা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

চিকন থেকে মোটা ও মাঝারি সব ধরণের চালের দাম বেড়ে গেছে। ধানের বাজারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে চালের দাম। মিল মালিকরা বলছেন-ধানের দামের সঙ্গে সমন্বয় করে চালের দাম বাড়ছে।

খুচরা ব্যবসায়ীরা জানান, গত বছর জুনে যে চালের কেজি ছিল ৩২ থেকে

৩৩ টাকা সেই চাল এ বছরে একই সময়ে ৪৬ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। গত দুই বছরের মধ্যে এবারই চালের দাম সব থেকে বেশি।

চাল ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানান, আমন মৌসুমের আগ পর্যন্ত চালের বাজারে দাম বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। করোনা পরিস্থিতির কারণে বাইরে থেকে সহজেই চাল আমদানি করা যাবে না মনে করে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী, ফড়িয়া ও আড়তদাররা ধান-চাল মজুত করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

মিল মালিক, কৃষক ও খাদ্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রমজানের মধ্যে সারা দেশে পুরোদমে বোরো ধান কাটা শুরু হয়। নতুন ধান মিলগুলোতে আসায় চালের বাজার ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ঈদের আগ পর্যন্ত মিনিকেট, কাজললতা, বাসমতি, আঠাস ও মোটা জাতের চালের বাজার কেজিতে মিল গেটে ৩ থেকে ৪ টাকা পর্যন্ত কমে যায়। তবে ঈদের পরের চিত্র একেবারে আলাদা।

চাল কল মালিক সমিতির নেতা দাদা রাইস মিলের অন্যতম স্বত্বাধিকারী জয়নাল আবেদিন প্রধান বলেন, ঈদের আগে কুষ্টিয়ার মিলগুলো পুরোপুরি চালু হলেও নওগাঁ, দিনাজপুরসহ অন্যান্য জেলার মিলগুলো পুরো দমে উৎপাদনে ছিল না। ঈদের পর সব জেলার মিলগুলো পুরো দমে উৎপাদনে গেছে। প্রচুর ধান কিনছে মিল মালিকরা। ছাঁটাই ও বিপণন কার্যক্রম চলছে জোর গতিতে। ঈদের আগে ধানের যে দাম ছিল তার তুলনায় এখন দাম অনেক বেশি।

তিনি জানান, সব জাতের ধান মণ প্রতি ২৫০ টাকা বেড়ে গেছে। বিশেষ করে আঠাশ, কাজললতা ও মিনিকেট (সরু) জাতের ধানের বাজার এখন অনেক বেশি। যে ধান গত বছর এই সময়ে ৭০০ থেকে ৭৫০ টাকা মণ ছিল এখন তা হাজারে ঠেকেছে। পাশাপাশি সরু ধান গত বছর এই সময়ে ৮০০ টাকা মণ দরে বিক্রি হলেও এখন ১ হাজার ১০০ টাকার বেশি বিক্রি হচ্ছে। ধানের দাম আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

পৌর বাজারের খুচরা ব্যবসায়ী আব্দুর রহমান জানান, ঈদের আগের তুলনায় এখন বাজার চড়া। করোনার কারণে বাইরে থেকে চাল আনা সহজ হবে না এমনটা আঁচ করতে পেরে সুযোগ সন্ধানিরা এবার প্রচুর ধান ও চাল কিনে মজুত করেছে। যাতে সময় বুঝে তা বাজারে ছেড়ে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়।

তিনি বলেন, যে মিনিকেট চাল ঈদের আগে প্রতি কেজি ৪৫ টাকা ছিল তা এখন ৫০ টাকা, আঠাস ৪০ টাকা থেকে বেড়ে ৪৬ টাকা, কাজললতাও একই দামে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]/[redacted]